কালের কণ্ঠ

25 2013
20 ৫

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাও নিয়োগ, অনিয়ম

প্রতি দুই শিক্ষার্থীর জন্য এখন একজন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী

অমিতোষ পাল ও শরীফুল আলম সুমন ▶ ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করে দেদার চলছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ। গত কয়েক বছরে এতই জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি দুজন শিক্ষার্থীর জন্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১:৩। সম্প্রতি নতুন করে ২৪ জন শিক্ষক ও ২৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি মাসেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তৎপর। এ ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ছাড়া কেবল মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষাসহায়ক লোক - (শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী) থাকার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পাঁচ হাজার ৫৪৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য আছেন দুই হাজার ৬১২ জন সহায়ক লোক। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক ৫৬০ জন, কর্মকর্তা ৪৩৬ জন ও কর্মচারী এক হাজার ৬১৬ জন। ইউজিসির নিয়ম উপেক্ষা করে দুই হাজার ৫৮ জন অতিরিক্ত লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদের চেয়ে বেশিসংখ্যক পদে নিয়োগদান ও ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাও নিয়োগ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মেধাতালিকা অনুসরণ না করার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থের লেনদেন, দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষাসহায়ক লোক থাকার কথা। বিশেষ প্রয়োজনে তাতে সামান্য হেরফের হতে পারে। তাই বলে এত অধিক সংখ্যক লোক থাকলে তা অবশ্যই নিয়মের ব্যত্যয়। এ বিষয়ে ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাকৃবি একটি টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এটাকে তুলনা করলে চলবে না। এখানে অনেক ল্যাবরেটরি, ফিল্ড ও খামার আছে। সেখানে প্রচুর লোকের দরকার হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসহায়ক লোক অনেক বেশি মনে হলেও তাঁরা সবাই প্রয়োজনীয়। টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক জনবল কাঠামো তৈরির জন্য আমরা ইতিমধ্যে ইউজিসির সঙ্গে কথা বলেছি। নতুন নিয়োগের মাধ্যমে মূলত ওই সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, অস্থায়ীভাবে কাজ করছেন, তাঁদেরই স্থায়ী করা হবে।'

জানা যায়, বাকৃবির জনবল কাঠামো অনুসারে প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক এবং ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকার কথা। সে হিসেবেও চারশ জন শিক্ষক বেশি রয়েছেন। আর কর্মকর্তা-কর্মচারী বেশি আছেন এক হাজার ১৫০ জন।

জানা গেছে, নিয়োগ কমিটির অনুমোদন ছাড়াই নতুন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রবেশপত্র ছেড়ে তাঁদের মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়েছে। নিয়মবহির্ভূত ওই নিয়োগের কার্যক্রম বাতিলের দাবিতে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এরই মধ্যে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল, ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাতে কর্ণপাত করেনি। চলমান ওই নিয়োগপ্রক্রিয়া বন্ধ করতে এরই মধ্যে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছে ওই শিক্ষকদের সংগঠন। অন্যদিকে আইন লঙ্ঘন করে ভেটেরিনারি বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের অভিযোগে দায়ের করা আরেকটি রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই নিয়োগ স্থগিত রেখেছেন হাইকোর্ট। নিয়োগ কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। ওই কমিটি পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। তারা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হলে তা কোনোভাবেই স্বচ্ছ হবে না।'

জানা গেছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে প্রভাষক পদের জন্য বয়সসীমা ৩০ থেকে ৩৩ বছরে উন্নীত করা হয়। ওই নিয়মের আওতায় অ্যানাটমি ও হিস্টোলজি বিভাগে নিয়োগ পান মারুফুল হাসান সিদ্দিকী। এ নিয়োগ হওয়ার পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় আবার বয়সসীমা ৩০ বছর করা হয়। ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ আদায় ও দলীয় বিবেচনার অভিযোগ ওঠে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ওই সময় বয়স বাড়ানো বা কমানো হয়েছিল কি না আমার মনে নেই। কাগজপত্র দেখে বলতে হবে।'

আবার গত বছর ৩২ জন শিক্ষকের নিয়োগ নিয়েও ছিল বিতর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ গ্র্যাজুয়েটদের (অনার্সে) মধ্যে মেধাভিত্তিক অবস্থান শীর্ষ ৭ শতাংশের ভেতরে থাকতে হবে এবং মেধাক্রমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু এ নিয়ম মানা হয়নি। কৃষি অনুষদে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং এমএসসিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার পরও কৃষিরসায়ন বিভাগে নিয়োগ পাননি বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তনে স্বর্ণপদক বিজয়ী মেহেতা কামরুন শাহীন। তাঁর পরিবর্তে নিয়োগ পান কৃষিরসায়ন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের জামাতা শফিকুল ইসলাম। অনার্সে তাঁর অবস্থান ছিল প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম এবং মাস্টার্সে তার অবস্থান ছিল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। একই সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ পান অনার্সে ষষ্ঠ স্থানধারী শারমিন আক্তার। অথচ অনার্সে চতুর্থ স্থানধারী কামরুজ্জামান আবেদন করলেও তিনি চাকরি পাননি। কৃষিতত্ত্ব বিভাগে অনার্সে অষ্টম স্থান অধিকারী এম এম জামিল উদ্দিন নিয়োগ পেয়েছেন। অথচ অনার্সে তৃতীয় স্থান ও এমএসসিতে প্রথম স্থান এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী মাসুদ রানা সেখানে নিয়োগ পাননি।

কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে নিয়োগ পাননি অনার্সে দ্বিতীয় ও মাস্টার্সে প্রথম স্থান অধিকারী সুলতান মিয়া। সেখানে অনার্সে পঞ্চম স্থান পাওয়া জোবেদাতুন নাহার মণি নিয়োগ পেয়েছেন। ফিড সায়েন্স ও টেকনোলজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফেরদৌস মণ্ডলের ছেলে আতিক উস সামিদ। অনার্সে তাঁর প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান ছিল দশম। মাস্টার্সে অবস্থান ছিল প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়। অথচ শিক্ষক হতে পারেননি অনার্সে সপ্তম স্থানধারী মাহিমা বিনতে হক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগে নিয়োগ পেয়েছেন অনার্সে অষ্টম স্থানধারী কৃষ্ণ রানী দাস এবং অনার্সে নবম স্থানধারী সালেহ মো. আদনান। অথচ নিয়োগ পাননি অনার্সে তৃতীয় স্থানধারী আরিফ উদ্দিন।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক বলেন, 'প্রথম হলেই যে তিনি শিক্ষক হতে পারবেন, সেটা ঠিক নয়। আমরা তাঁর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিই। এতে যিনি সবচেয়ে ভালো করেন, নিয়মের ভেতর থেকেই তাঁকে আমরা নিয়োগ দিই। এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি বা অর্থ বাণিজ্যের কোনো প্রশ্নই আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যিনি অধিক যোগ্য তিনি যদি তৃতীয় বা চতুর্থও হন তাঁকেই নিয়োগ দেওয়া হয়।' অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক বলেন, 'আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গেই সব নিয়োগ দিয়েছি। নিয়োগের আগে কমিটি করে দেওয়া হয়। সে কমিটি যাচাই-বাছাই করেই যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়। নিয়োগে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ মোটেই সত্য নয়।' এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সহকারী রেজিস্ট্রার হুমায়ুন কবির। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে সরাসরি যোগ দিতে শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা, পিএইচডি ডিগ্রিসহ বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় গবেষণাভিত্তিক একাধিক প্রকাশনা থাকতে হয়। এর অনেক কিছুই তাঁর নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তাঁর অনার্স-মাস্টার্স শেষ করতে লেগেছিল ১২ বছর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারী জানান, বারবার নিয়োগ দেওয়া হলেও ১০ বছর আগে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখনো স্থায়ী হতে পারেননি। তাঁদের নিয়োগের কথা বলে একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন লোক নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরনোদের স্থায়ী করা হয়নি। আবার তৃতীয় শ্রেণীর পদ শূন্য হলে চতুর্থ শ্রেণীর ৭৫ শতাংশ কর্মচারীকে পদোন্নতি দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার নিয়ম রয়েছে। সেই সুযোগ তৈরি হলেও সেটা কাজে লাগানো হয়নি।